R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১লা আশ্বিন বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

বর্তমানে লোডশেডিং লাগামছাড়া হয়ে ওঠায় নাগরিকেরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্তমানে ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ শহর এলাকায় লোডশেডিং চলছে লাগামছাড়া। বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের হাতে মার খাবার ভয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ বাইরের কর্মীদের সরিয়ে অরঙ্গাবাদে নাকি স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি এখানে একজন মুসলিম কর্মীকে ক্ষুব্ধ নাগরিকরা মারধোর করে। অবশ্য পরে মিটমাট হয়ে যায় ও দোষীরা ক্ষমা চেয়ে নেয়। অপরদিকে ধুলিয়ান পুরশহরে সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকছে না। শহরবাসীর বিদ্যুৎ অভাবে নাজেহাল অবস্থা। উপযুক্ত বিদ্যুৎ বিল দিয়েও গ্রাহকরা বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছে না। আন্দোলনেও কোন ফল হচ্ছে না। অরঙ্গাবাদের গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বিল বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উচ্চবিত্ত ও বড় ব্যবসায়ীদের জেনারেটর থাকায় তাঁরা কোন রকমে পরিস্থিতি সামাল দিলেও মধ্যবিত্ত ও ছোট ব্যবসায়ীরা নিদারুণ কষ্টভোগ করছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় পুরবোর্ড ও রাজনৈতিক দলগুলি (৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যা পরিস্থিতি দেখে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

শান্তনু সিংহ রায়, ধুলিয়ান ঃ গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র মালদা থেকে ফেরার পথে ফরাক্কার নয়নসুখ হয়ে ধুলিয়ানে বন্যা দুর্গতদের দেখে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা বিদ্যাসাগর কেন্দ্রের বিধায়ক তাপস রায়, উলুবেড়িয়ার বিধায়ক রবীন মুখার্জী এবং স্থানীয় বিধায়ক মইনুল হক। তিনি এখানকার লালপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা ত্রাণের অপ্রতুলতা, ব্লিচিং, জল পরিশোধন ট্যাবলেট প্রভৃতি অভাবের কথা ক্ষোভের সঙ্গে সোমেন বাবুকে জানান। প্রায় একমাস আগে সামশেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য জেলা পরিষদ ২ লক্ষ টাকা পাঠালে, ১৮ এবং ২নং ওয়ার্ডের কমিশনারের উপর সেই কাজের দায়িত্ব দিলেও তা সঠিকভাবে পালিত হয়নি বলে জানা যায়। বন্যা প্রতিরোধের জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে শহরে জল ঢুকত না বলে বন্যা কবলিত মানুষরা অভিযোগ করেন। বর্তমান পুরবোর্ড মানুষের অভাব অভিযোগ পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিমত পোষণ করেন প্রাক্তন কং কমিশনার (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাস্তা সংস্কারে অবহেলার প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় ভগবৎ সাহার ডাঙ্গা থেকে বাছুরাইল হয়ে অনুপপুর পর্যন্ত রাস্তাটি মির্জাপুর থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের একমাত্র যোগাযোগ পথ। এটির সংস্কার হলে মির্জাপুরের মানুষের ৩৪নং জাতীয় সড়কে বাস ধরার এবং বহরমপুর থেকে মির্জাপুর আসার সুবিধা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সে কারণে দীর্ঘকাল ধরে এখানকার মানুষ এই রাস্তাটি সংস্কারের দাবী জানিয়ে আসছেন। সম্প্রতি নাকি রাস্তাটি সংস্কারে মোরাম ফেলার কাজে ৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি কাজটি করার ভার দিয়েছেন জনৈক ঠিকাদারকে। গ্রামবাসীর অভিযোগ ঠিকাদার উপযুক্তভাবে মোরাম না দিয়ে যেমন তেমন করে রাস্তাটি তৈরীর কাজ শুরু করেছেন। ৯ সেপ্টেম্বর কাজ শুরু হলেও কাজের অবহেলার প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ দলমতনির্বিশেষে বাধা দিলে ঠিকাদার কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন। ১১ সেপ্টেম্বর এই বিক্ষোভ শুরু হয়। মির্জাপুরে গত ১২ সেপ্টেম্বর অধিবাসীরা (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কায় আন্ত্রিকে মৃত এক

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা ঃ এই ব্লকে বন্যার জল কমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিকের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে এই ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রামের রথীন ঘোষ নামে নয় বছরের একটি বালকের মৃত্যু হয়েছে গত ৫ সেপ্টেম্বর, ফরাক্কা হাসপাতালে। পাশাপাশি রঘুনাথপুর ও বেনিয়াগ্রামের বেশ কয়েকজন আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। ফরাক্কার বন্যা দুর্গত এলাকার মধ্যে রঘুনাথপুর ও (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কর্মীর অভাবে বিদ্যুৎ বিল বিলম্বিত

সাগরদীঘি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ সাগরদীঘি গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে কর্মীর অভাবে গ্রাহকদের বিল সঠিক সময় হচ্ছে না বলে জানা গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুযায়ী দশ বছর আগে যখন বিদ্যুতের গ্রহক সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০, তখন বিল করার জন্য কর্মী ছিলেন তিনজন, দশ বছর পর এখন যেখানে গ্রাহক (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিতর্কিত হাসপাতাল সুপার বদলী হচ্ছেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বহু বিতর্কিত সুপার ডাঃ সঞ্জিৎ ঘোষ খুব শীঘ্র নাকি বদলী হচ্ছেন। তবে তিনি রঘুনাথগঞ্জেরই এসিএম ও এইচ পদে ফাঁসিতলার অফিসে যোগদান করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। পদটি দীর্ঘ দশ বৎসরের উপর ফাঁকা পড়ে আছে। ঐ পদে যোগদান করলে তাঁর এক্তিয়ারে কেবল মহকুমার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিই থাকবে। মেদিনীপুর থেকে জনৈক ডাক্তার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন বলে খবর।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আশ্বিন বুধবার, ১৪০৩ সাল ।

।। জানে ভবিষ্যৎ ।।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা আয়োজিত বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করিয়াছিলেন রাজ্য-পূর্তমন্ত্রী মাননীয় ক্ষিতি গোস্বামী। একই সঙ্গে তিনি আরও একটি কাজ করিয়াছেন। জঙ্গিপুর ব্যারেজের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সরোজ মজুমদার, এ্যান্টি এরোসনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পঙ্কজ গোস্বামী, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপন মাইতি এবং দুই বিধায়ক মহঃ সোহরাব ও হবিবুর রহমানসহ পূর্তমন্ত্রী পদ্মার ভাঙ্গন পরিদর্শনে বাহির হন।

মন্ত্রী মহোদয় ভাগীরথী ও পদ্মার কোথায় সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব এবং তাহার কতটা ব্যবধান জানিতে চাহিলে তাঁহাকে বিধায়কেরা রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ফাদিলপুরে লইয়া যান এবং একটি স্থান দেখান যেখানে পদ্মা-ভাগীরথীর ব্যবধান মাত্র ১·২ কিমি। পদ্মার বিধ্বংসী তাণ্ডবের কাছে ১·২ কিমি ব্যবধান কিছুই নহে। আমাদের প্রতিবেদক মন্ত্রী মহোদয়ের চিন্তাপূর্ণ মুখচ্ছবি লক্ষ্য করেন।

ব্যারেজ এক্সিঃ ইঞ্জিনীয়ার পূর্তমন্ত্রীকে এ্যাফ্লেক্স বাঁধ দেখাইয়া বলেন যে, এই বাঁধ লাইফ লাইন অব ইণ্ডিয়া। কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, এই বাঁধ ভাঙ্গিলে কলিকাতা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণবঙ্গসহ ভারতের মানচিত্র বদলাইয়া যাইবে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উভয় ২৪ পরগণা ও কলিকাতা জলতলে যাইবে বা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু ইণ্ডিয়ার বাকি অংশ ত থাকিবে। ফাদিলপুরে পৌঁছাইয়া পূর্তমন্ত্রী তাঁহার যাত্রাসঙ্গীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ব্যারেজ ইঞ্জিনীয়র শ্রী মজুমদার আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, তাঁহার সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসরের কর্মকালে পদ্মার মতিগতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁহার মতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাগীরথী ও পদ্মা মিলিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাহা ঘটিলে ফরাক্কা বাঁধ চরমভাবে ব্যর্থ হইবে। শ্রীমজুমদার পূর্ত-মন্ত্রীকে জানাইয়াছেন যে, ফাদিলপুর, ফিরোজপুর, নাড়ুখাকি চরের কাছে পাঁচশত মিটার করিয়া আপে ও ডাউনে মোট এক হাজার মিটারের একটি বিশেষ ধরনের বাঁধ নির্মাণ করিলে উপস্থিত ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে ব্যবধান কমিবার সম্ভাবনা বন্ধ হইতে পারে। শ্রী মজুমদার জানান যে, এই এক হাজার মিটার বাঁধ নির্মাণ করিতে প্রায় পনের কোটি টাকা খরচ হইবে।

পূর্তমন্ত্রী ধৈর্যসহকারে সব শুনিয়াছেন। যাহা আশু বিপদের কারণ, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন। ভাঙ্গন ও বাঁধ নির্মাণ সম্বন্ধে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আলোচনা অবশ্যই হইবে। তাহার পর ভাঙ্গন রোধ ও বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে 'চাপান-উতোরে' কিছু সময় চলিয়া যাইবে। ইত্যবসরে কোন বিপদ না ঘটিলে তাহা ভাগ্য বলিতে হইবে। পূর্তমন্ত্রীর দুশ্চিন্তা কতটুকু ফলপ্রসূ হইবে, জানে ভবিষ্যৎ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কলেজে আরও তিনটি বিষয়ে অনার্স চালু প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় (২৮/৮/৯৬ সংখ্যায়) 'কলেজে আরও তিনটি বিষয়ে অনার্স চালু' সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মহল ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমার এই চিঠি। জঙ্গিপুর কলেজে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর শিক্ষকতা করেছি এবং শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবেও কয়েক বছর কলেজ গর্ভনিং বডির সদস্য ছিলাম। সে সময়ের কলেজ অধ্যক্ষ ৺জগদানন্দ দত্ত মহাশয় জঙ্গিপুর কলেজে বি, এস, সি পড়ানোর অনুমোদন পাওয়ার পরই বিজ্ঞান বিভাগে বোধহয় ১৯৬৫-৬৬ সালে অঙ্ক ও রসায়নে অনার্স খোলার জন্য বহু চেষ্টা করেন। অঙ্কে অনার্সের অনুমোদন পাওয়ার পরই জগদানন্দ বাবু রসায়নে অনার্স খোলার জন্য কলেজ গৃহে আলাদা ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। যতদূর জানি সে সময়ে কেমিষ্ট্রির অনার্সের জন্যও বহু বইপত্রও লাইব্রেরীতে কেনা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৫ সালে কেমিষ্ট্রির অনার্সের অনুমোদন না এলেও পদার্থ বিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সত্যব্রত সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হওয়ায় পদার্থ বিদ্যায় অনার্সের অনুমোদন পায়। পদার্থ বিদ্যায় অনার্স চালু হওয়ার সময়ও উপযুক্ত সংখ্যক অধ্যাপক ছিল না। পরবর্ত্তীকালে নতুন অধ্যাপক এসেছেন। সরকার যেখানে অনার্স পড়াবার অনুমোদন দিচ্ছেন সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক দেওয়ার দায়িত্ব সরকারেরই। বর্তমানে কেমিষ্ট্রিতে শিক্ষক ক্যাটাগরীতে ৫ জন অধ্যাপক, ১ জন ডেমনষ্ট্রেটর ও ১ জন ইনস্ট্রাকটর আছেন। যদিও ওয়ার্ক লোড প্রত্যেকের কিছুটা বাড়বে তবু শিক্ষার প্রসারতার জন্য ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে সকলের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। সম্প্রতি জঙ্গিপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন চক্রবর্ত্তী জানালেন কলেজ গৃহ নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য কিছু অর্থ পাওয়া গেছে এবং কাজে হাত দেওয়াও হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
রঘুনাথগঞ্জ

ইন্দ্রজিত উবাচ

অরিন্দম পণ্ডিত

আমাদের দেশের প্রথম কম্যুনিষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মান্যবর শ্রীইন্দ্রজিত গুপ্ত মহাশয় সমাজ ও রাজনীতি থেকে দুর্নীতি হটাতে নাগরিক কমিটি গঠনের ডাক দিয়েছেন (প্রতিদিন ২৫/৮/৯৬)। আমরাও বেশ কিছুদিন থেকে হাওলা, গাওলা, ১৩৩ কোটী, লাখুভাই, সুখরাম ইত্যাদিতে বড়ই উত্তেজিত হয়ে তর্ক করে ধাপি গরম করছিলাম। গুপ্তজীর উপদেশ শুনে রাস্তা খুঁজে পেলাম। দুর্নীতি দমনে নাগরিক কমিটি গঠন করতে হবে। মোক্ষম দাওয়াই ; এবার দেখি দুর্নীতি কোথায় যায় ! তৎক্ষণাৎ দৌড়লাম সুসি (SUCI) পার্টির নেতা এ্যাডভোকেট মৃণাল ব্যানার্জীর বাড়ী। কারণ কমিটি গঠনের ব্যাপারে সুসির জোড়া পাওয়া মুস্কিল। শিক্ষা বাঁচাও কমিটি, বাসভাড়া কমাও কমিটি, স্কুল বোর্ড কমিটি ইত্যাদি প্রকার সবরকম কমিটি গড়তে এঁরা সিদ্ধহস্ত। বড় আশা নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর গোটা কতক প্রশ্নে থমকে গেলাম। প্রথম কথা বললেন —এই কমিটির লোকাস ষ্টাণ্ডী (Locus Standi) কি হবে, গুপ্তমশাই বলেছেন কি ? আমার হাঁ করা ঠাণ্ডী দশা দেখে দয়ার্দ্র হয়ে তিনি বোঝালেন Locus Standi অর্থাৎ কিনা নাগরিক কমিটি CRPC-র কত ধারা কত উপধারা মর্মে তৈরী হবে। অর্থাৎ কিনা দুর্নীতিবাজদের ধরলে তারা গুণ্ডা লেলিয়ে দিলে কে প্রোটেক্সন দেবে ? সঙ্গে সঙ্গে দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল। গঙ্গায় ৮০ কোটী টাকার বোল্ডার পড়বে। ঠিকাদাররা মুছে তাও দিচ্ছে। এখন ঠিকাদারদের পাথর চুরি ধরতে গেলে তারা চুনোপুটি মস্তানদের লেলিয়ে দিলে কী হবে ভাবতেই মাথা ঘুরে গেল। ওরেব্বাস ! কোন্ বাপের ব্যাটা পাশে দাঁড়াবে ? শিরদাঁড়া দিয়ে যখন ঠাণ্ডা স্রোত অনুভব করছি হঠাৎ আর একটি প্রশ্ন কানে এলো ; প্রশ্নটি অনুরাধা দিদিমণির কমিটির মোডুস অপারেণ্ডী (Modus Operendi) কী হবে, গুপ্ত মশায় বলেছেন না গুপ্ত রেখেছেন ? আমার এ্যাপেণ্ডিক্স-এর রোগীর মত মুখখানা দেখে তিনি বুঝলেন গুপ্তজী Modus Operendi গুপ্তই রেখেছেন, ঝেড়ে কাশেননি। আমার হাঁ বন্ধ হয়না দেখে দেবীজী এই মুর্খকে বোঝালেন দাদা মোডুস অপারেণ্ডী হলো (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লোডশেডিং লাগামছাড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চুপচাপ থাকায় অধিবাসীরা বিস্মিত। চাঁদপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের অফিসার হেমেন সরকার বলেন গোকর্ণ থেকে তাঁরা 'পিক আওয়ারে'ও উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। ফলে এ অবস্থা ঘুচছে না। এই নিয়ে ফঃ ব্লকের পক্ষ থেকে সামসেরগঞ্জ থানার সামনে একবিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।

অবহেলার প্রতিবাদে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমায়েত হয়ে বিডিও রঘুনাথগঞ্জ ১ এর কাছে ডেপুটেশন দেন। এই ঘটনা নিয়ে ঠিকাদারকে সমর্থন করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীদের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বচসা বাধে। গ্রামবাসীরা বিডিওকে সরজমিন তদন্তের দাবী জানান। তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রাস্তার কাজ চলতে দেবেন না বলেও বিডিওকে জানান। ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উক্ত দিন অফিসে না থাকায় তাঁকে ক্ষোভের কথা জানানো সম্ভব হয়নি। গ্রামবাসীরা লিখিত এক অভিযোগ মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেন ও তার কপি বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা শাসককেও পাঠিয়ে দেন। রঘুনাথগঞ্জ থানার ও সি কেও ঘটনা লিখিতভাবে জানিয়েছেন বলে জানা যায়। রাস্তার কাজ অর্থ মঞ্জুর হওয়ার পর বাধাপ্রাপ্ত হওয়া যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি হেলাফেলা করে মেরামতি ও মোরাম ফেলার কাজও উচিত নয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিডিও সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে গ্রামবাসীরা দাবী করেন।

বিদ্যুৎ বিল বিলম্বিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০০, কর্মী সংখ্যা সেই একই আছে—তিনজন। এই তিনজনের মধ্যে আবার ভাগ হয়েছে—একজন পুরো সময়ের জন্য, একজন সপ্তাহে তিনদিন, আর একজন সপ্তাহে দু'দিন। এই কর্মসংকোচনের ফলে অসুবিধায় পড়েছেন গ্রাহকরা। সময়ে বিল না পেয়ে বিরাট বোঝা তাঁদের উপর চাপছে। ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্টকেও মহকুমার বিভিন্ন অফিসের চার্জ দিয়ে চড়কির মত ঘুরানো হচ্ছে। ফলে তাঁর নিজের অফিস দেখার সময় নাই। এর ফলেও গ্রাহকদের প্রশাসনিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সাগরদীঘির বিদ্যুৎ গ্রাহকরা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পর্ষদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ফরাক্কায় আন্ত্রিকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেনিয়াগ্রামের একাংশের অবস্থা খুবই খারাপ। শতকরা নব্বই ভাগ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ঘিঞ্জি নিচু বস্তি এলাকায় সর্বত্র তিন ফুটের মত জল দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের মলমূত্র ও গঙ্গায় ভেসে আসা পচা শ্যাওলা। সব মিলিয়ে অবস্থা দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর। জলে ডোবা টিউবওয়েলগুলিই পানীয় জলের একমাত্র অবলম্বন। দূষিত জল টিউবওয়েলের জলে মিশে যাওয়ার ফলে এখানে আন্ত্রিকের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত মেডিক্যাল টিম বা ওষুধ বা ব্লিচিং এসে পৌঁচায়নি। অবিলম্বে এই অঞ্চলগুলিতে আন্ত্রিক মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে বলে অনেকের অভিমত।

বন্যা পরিস্থিতি দেখে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সওদাগর আলি। তিনি বর্তমান চেয়ারম্যান সফর আলির বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাম্পসেট বসিয়ে জল সরবরাহ কাজেও গাফিলতি আছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কাঞ্চনতলা উচ্চতর বিদ্যালয়, বাণীচাঁদ বালিকা বিদ্যালয়সহ বহু স্কুলে জল জমে থাকায় দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস হচ্ছে না। সর্বত্র অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। জমা জল থেকে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় শহরবাসী ভুগছেন। ১, ২, ৩, ৪, ১৮, ১৯নং ওয়ার্ডগুলি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ। এছাড়া সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামেও বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ। স্থানীয় বিধায়ক মইনুল হক ত্রাণের অপ্রতুলতার কথা বলেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বন্যা দুর্গতদের তাঁর দলের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তাঁরা ভগবানগোলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

ইন্দ্রজিত উবাচ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ কিনা নাগরিক কমিটি কিভাবে দুর্নীতি দমন করবে। আমি বুঝলাম ঠিক কথা। দুর্নীতিবাজদের ধরে বর্ধমান দাওয়াই দেওয়া যাবে কি না অর্থাৎ ঠেঙিয়ে গণপ্রহারে মারা হবে কি না। অথবা দুর্নীতিবাজদের ধরে পুলিশে দিতে হবে কি না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, গুম খুন ইত্যাদিতে পুলিশ যে রকম হাত পাকিয়েছে—চিন্তা করতেই দমে গেলাম। থানার সামনে যদি শ্লোগান চালান যায়—পুলিশের দুর্নীতি চলবে না—তাতে যে লাঠৌষধির প্রয়োগ হবে ভেবে শিউরে উঠলাম। পুলিশের পিছনে লাগলেই নির্ঘাৎ ফালাকাটা। ভিখারী পাশোয়ান হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

বুঝলাম গুপ্তজী রসিকতা করেছেন। রাগে মাথা গরম হয়ে গেল। সি বি আই এনফোর্সমেন্ট, সি আই ডির মাথায় বসে মন্ত্রিত্ব ফলাবেন গুপ্তজী আর চোং ধরবে নাগরিক কমিটি? মামদোবাজী! যে দেশে মাঠেতে হরিণ চড়ে, শার্দুল রাখাল। ভূজঙ্গে নেউলে পরম পীরিতি, ইঁদুরে পোষে বিড়াল—সে দেশে দুর্নীতি ছিল, আছে, থাকবে। রাতে স্বপ্ন দেখলাম—গুপ্তজী মুচকি মুচকি হাসছেন আর বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে পুরসভার নিকট সদর রাস্তার উপর পুরাতন বাড়ীসহ ১১ শতক জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট)
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর '৯৬ জঙ্গিপুর রেডক্রশ সমিতির সহযোগিতায় ও শ্রীমা শিল্পনিকেতনের পরিচালনায় হাসপাতাল মাঠে প্রতিবন্ধীদের গাড়ী, নকল হাত-পা ও যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে।

(রেডক্রশ সমিতির নার্সিং ও হেলথ ট্রেনিং ৬ মাসের কোর্সে ভর্তি চলছে)

যোগাযোগ—বিজয় মুখার্জী ও অনিলকালী রায়

আনন্দ সংবাদ ভর্তি চলিতেছে

এখানে শেখানো হচ্ছে—

ভরতনাট্যম

ও তৎসহ কত্থক, কথকলি, মণিপুরী ও রবীন্দ্রনৃত্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত, অঙ্কন, মাটি ও শোলার কাজ, তবলা ও গীটার।

আনন্দধারা সংগীত মহাবিদ্যালয়

রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরনো বিল্ডিং)

(প্রতি রবিবার সকালে)

অফিস ঘরের জন্য সদর রাস্তার ধারে ৮০০ থেকে ১০০০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। আগ্রহী ব্যক্তিগণ সত্বর যোগাযোগ করুন।

নিমাইচন্দ্র সাহা
সম্পাদক
জঙ্গীপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
C/o. জঙ্গীপুর পৌরসভা ভবন

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ডস ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ, ফোন—৬৬২২৮

আইনী বাধায় অফিস লীগ বন্ধ হয়েও ফের চালু

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২৭ আগষ্ট স্থানীয় এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় তাদেরই মাঠে যে অফিস লীগ শুরু হয়েছিল, সেই খেলায় পোষ্ট অফিস দল কিছু ইডি ষ্টাফদের খেলায়। এতে এফ সি আই দলসহ খেলায় যোগদানকারী কিছু দল প্রতিবাদ জানায়। তবুও লীগের শেষ পর্যন্ত রিক্রিয়েশন ক্লাব পোষ্টঅফিস দলকে কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু লীগ শেষে প্রায় প্রতি খেলাতেই বিপুল গোলে জয়লাভ করে নকআউট পর্যায়ে পোষ্ট অফিস পৌঁছে গেলে, সবদলই পোষ্ট অফিস দলের ইডিদের খেলানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পোষ্ট অফিস দল এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে মামলা করলে আইনী জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাব খেলা পরিচালন কমিটি ভেঙ্গে দেন। পরে অন্য কমিটির নামে নকআউট পর্যায়ে মনোনীত আটটি দলের মধ্যে পোষ্ট অফিস দলকে বাদ দিয়ে সাতটি দলকে নিয়ে খেলা শুরু করে। পোষ্ট অফিস রিক্রিয়েশন দল আমাদের জানান, মহকুমা শাসকের আদালতে এই মামলা উত্থাপনের দিনই মহকুমা শাসক স্বয়ং ইডিদের খেলার ব্যাপারে কোন আইনী বাধা নাই বলে স্বীকার করলেও এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাবের চক্রান্তে তাঁরা টুর্ণামেন্ট থেকে বিতাড়িত হলেন। এর কারণ হিসাবে অন্যান্য দল ইডি ষ্টাফদের স্থায়ী কর্মী হিসাবে মানতে নারাজ হলেও পোষ্ট অফিসের দাবী ইডি ষ্টাফরা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জাতীয় পর্যায়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৮৬ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেন, 'ED staff are civil servant and they are governed by 311/311 (2) of the constitution.' এ ছাড়া সরকারী নির্দেশ মতো পে বিল থেকে ইডিদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের জন্য প্রতি মাসে চাঁদা কেটে নেওয়া হয় ; ইডিদের গ্র্যাচুইটি, বোনাস, পে-রোল, ডিএ সবই চালু আছে। তবে তারা 'No work, No pay' কর্মী। অন্যদিকে এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাব দাবী করে, ইডিরা বিশুদ্ধ স্থায়ী সরকারী কর্মচারী নয়। তাদের চাকরীতে পি এফ, পেনসন, সার্ভিস বুক, পে স্কেল, সি এল বা ই এল—কিছুই নাই। তারা পোষ্ট অফিসের বিভাগীয় অস্থায়ী কর্মী হিসাবেই গণ্য হয়। এ ছাড়া গত ৬ সেপ্টেম্বর টুর্ণামেন্টে যোগদানকারী পোষ্ট অফিসসহ অন্যান্য দলের একটি মিলিত সভায় পোষ্ট অফিস দল কোন মতেই কোন সমঝোতায় না আসায় আমরা এ টুর্ণামেন্ট বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি বলে টুর্ণামেন্ট কমিটির পক্ষে মুকুল দাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। উল্লেখ্য ইডি কর্মীদের গড় হাজিরে বাইরের অন্য ব্যক্তি কয়েকদিনের জন্য পোষ্ট অফিসে ইডি হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়। এমতাবস্থায় খেলার দিন পোষ্ট অফিস বাইরের ভাল খেলোয়াড়কেও ইডি কর্মী বলে দেখাতে পারে বলে টুর্ণামেন্ট কমিটি অভিযোগ জানান। কমিটির পক্ষে জগন্নাথ সরকার ও পোষ্ট অফিসের পক্ষে প্রশান্ত সিনহা আইনজীবী হিসাবে ছিলেন।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :-

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেণ্টার)

রেজিষ্ট্রী নং ২০ ॥ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

॥ সততাই আমাদের মূলধন ॥

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।